যুগান্তর

তারিখ 22 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

কিন্ডারগার্টেনের ১২ দফা দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

অস্থায়ীর পরিবর্তে ৫ বছরের নিবন্ধন, ভাড়া বাড়িতে স্কুল পরিচালনা, সরকারি উদ্যোগে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে আয়কর মুক্ত রাখা, নিবন্ধনের ফি কমানো, সরকারি জমিতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সুযোগসহ ১২ দফা দাবি করেছেন ওইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা-শিক্ষকরা। এসব দাবিতে শুক্রবার তারা ঢাকায় মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন। 'বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক সমিতি'র ব্যানারে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ওই কর্মসূচি পালিত হয়। শুক্রবারের ওই মানববন্ধন থেকে বক্তারা বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। শুধু তাই নয়, তাদের উত্থাপিত ১২ দফা দাবি পূরণে সরকারকে ৪০ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে বলা হয়, ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দাবি মেনে না নিলে তারা কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। সংগঠনের পক্ষে এ ঘোষণা করেন এর চেয়ারম্যান শেখ মিজানুর রহমান। এ ছাড়াও মহাসচিব এনএ মুবিন, ভাইস চেয়ারম্যান মিরোজ আহমদ, আলী আসরাব, আবদুর রহমান, মোঃ সেলিম প্রমুখ এতে বক্তৃতা করেন। তাদের উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— কিন্ডারগার্টেনের নিবন্ধনের মেয়াদ অস্থায়ীর পরিবর্তে ৫ বছর করা, ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়া, কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার নিবন্ধন ফি পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে এক হাজার টাকা নির্ধারণ, সরকার নির্ধারিত রিজার্ভ ফান্ডের নামে জামানত ব্যবস্থা বাতিল, কিন্ডারগার্টেনের জন্য আলাদা শিক্ষা বোর্ড গঠন, স্কুলের গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বাণিজ্যিক বিল বন্ধ, কমপক্ষে ৬ জন শিক্ষককে সরকারি সম্মানি ভাতা প্রদান, প্রাথমিক স্তরের কিন্ডারগার্টেনের দেড় হাজার বর্গফুট-ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য ২ হাজার বর্গফুটের ভবনের অনুমতি প্রদান, সরকারি খাস জমিতে কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার অনুমতি; সরকারি উদ্যোগে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; স্কুলগুলোকে আয়করমুক্ত রাখা ও কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নামেই প্রাথমিক সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ প্রদান। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান জানান, সারা দেশে কিন্ডারগার্টেনে ৬ লাখ শিক্ষক ও ১ লাখ কর্মচারী কাজ করেন। তারা ৬৫ হাজার কিন্ডারগার্টেনের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি শিক্ষার্থীকে কেবল প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অথচ এসব শিক্ষক-শিক্ষার্থী সরকারের অবহেলার শিকার।